তারের কাগজ

৭

তারিখ ... ... NOV 02 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২ ...

মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই সংশোধন হচ্ছে

সময়মতো বাজারে আসা নিয়ে সংশয়

মানস ঘোষ : আগামী ২০০০ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে বাজারে আসছে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য এই বইগুলোর বেশির ভাগেরই তথ্য ও বানান সংশোধন করা। শুধুমাত্র নবম শ্রেণীর ১০টিসহ মোট ১৬টি বইয়ে সংযোজিত হচ্ছে নতুন বিষয়বস্তু ও তথ্য। ১৯৯৬ সালে নতুন কারিকুলামে মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণের পর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবারই প্রথম বইগুলোতে সবচেয়ে বেশি সংশোধনী নিয়ে আসছে।

এদিকে সংশোধিত নতুন বইগুলো সময় মতো ছাপা হয়ে শিক্ষা বছরের শুরুতে বাজারে আসবে কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বাজারে বিপুল পরিমাণ পুরোনো বই মজুদ থাকায় প্রকাশক মুদ্রাকররা বই ছাপতে গড়িমসি করছে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। এমনকি বেশির ভাগ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে কাগজই উত্তোলন করেনি। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল নতুন বই ছাপার জন্য ৫০০ টন বাড়তি কাগজ উৎপাদন করে বিপাকে পড়েছে।

এদিকে বই সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এনসিটিবি এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট কোনো ঘোষণা দেয়নি। এনসিটিবির মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ হোসেন সংশোধনের পুরো প্রক্রিয়াকে এনসিটিবির রুটিন কাজ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, বই বাজারে আসার আগেই শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে। আর মাত্র দুমাস পর শুরু হবে নতুন শিক্ষাবর্ষ। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো মনে করছেন নতুন সংশোধিত বইয়ের ঘোষণা জানা না থাকায় লাইব্রেরিগুলো এখনই বাজারে প্রচলিত পুরোনো বইগুলো সংগ্রহ করে মজুদ করে ফেলতে পারে। আগে আগে বই কিনে ছাত্রছাত্রীরাও তখন বিভ্রান্তিতে পড়বে।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, কার্যাদেশ পাওয়ার পর প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু অংশ বই মুদ্রণের কাজ শুরু করে দিলেও বিরাট একটি অংশ এখনো বই মুদ্রণের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে গত ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে কাগজ উত্তোলনের কথা থাকলেও মুদ্রণ কাজে অনাগ্রহী ঐ অংশ এখন পর্যন্ত কাগজ উত্তোলন করেনি। সূত্রমতে, ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৮০ লাখ পুরোনো বই এখনো বাজারে রয়ে গেছে। প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলো সম্প্রতি এই অবিক্রীত বইয়ের মজুদের হিসাব এনসিটিবিকে জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো রয়্যালটি দেওয়া বিপুল

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

● প্রথম পাতার পর

পরিমাণ এই বইগুলোর কোনো বিহিত করার জন্য এনসিটিবিকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। সূত্রমতে প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলোর এই চাপের কারণেই এনসিটিবি সংশোধিত নতুন বইয়ের বাজারে আসার ঘোষণা এখনই দিতে চাচ্ছে না।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দীপক কুমার সাহা এনসিটিবির কাছে আগামী ২০০০ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের জন্য মুদ্রণের কার্যাদেশ দেওয়া সংশোধিত, পরিমার্জিত এবং নতুন তথ্যসমৃদ্ধ বইগুলোর তালিকা চেয়ে পাঠান। তিনি জানিয়েছেন, মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো বই-ই সংশোধিত হয়ে নতুন ছাপায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাজারে আসবে। এর মধ্যে নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক উচ্চতর গণিত জ্যামিতি, মাধ্যমিক বাণিজ্যিক ভূগোল এবং মাধ্যমিক ভূগোল এই তিনটি বই সম্পূর্ণ নতুন আকারে কম্পোজ করে এখন মুদ্রণের কাজ চলছে। এছাড়া ব্যাপক আকারে সংশোধিত হয়ে বাজারে আসছে নবম শ্রেণীর ব্যবসায় উদ্যোগ, মাধ্যমিক জ্যামিতি, বাংলা কবিতা, মাধ্যমিক বীজ গণিত, মাধ্যমিক উচ্চতর গণিত ব্যবহারিক, মাধ্যমিক উচ্চতর গণিত, বীজ গণিত ও কৃষিবিজ্ঞান; অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা ও অঙ্ক; সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান ও অঙ্ক।

২০০০ সালের শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম, সপ্তম শ্রেণীর চারু ও কারুকলা, ইসলাম শিক্ষা ও হিন্দু ধর্ম এবং অষ্টম শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এই ৭টি পাঠ্যপুস্তকে তেমন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এর বাইরে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বাকি সব পাঠ্যপুস্তকে এনসিটিবির কারিকুলাম শাখার বিশেষজ্ঞরা তথ্যগত, বানানগত ও অন্যান্য যে সব পরিবর্তন করেছেন সেগুলো সংশোধন করে ছাপার জন্য এনসিটিবি বই ছাপার কার্যাদেশ পাওয়া প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত মাধ্যমিক স্তরের সংশোধিত পরিমার্জিত ১ কোটি ২০ লাখ কপি বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করার জন্য এনসিটিবি গত জুন মাসে দরপত্র আহ্বান করে। গত ৯ সেপ্টেম্বর ১২২টি প্রতিষ্ঠানকে বইগুলো ছাপার জন্য কার্যাদেশ দেওয়া হয়। প্রথমবারের মতো এবারই স্কুল পাঠ্যপুস্তক ছাপা হবে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের ৬২ গ্রাম সবুজ কাগজে। এর সঙ্গে যোগ হবে এনসিটিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত দেড় ফর্মার গোলাপি রঙের বিশেষ নিরাপত্তা কাগজ। বাজারে প্রচলিত সাদা কাগজের পুরোনো বই থেকে ২০০০ সালের শিক্ষাবর্ষের বইকে আলাদা করার জন্য এবং বইয়ের নকল ঠেকানোর জন্য এ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে কার্যাদেশ পাওয়ার পরও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (৩১ অক্টোবর) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরাট একটি অংশ নির্ধারিত কাগজ উত্তোলন না করায় এনসিটিবি বিপাকে পড়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল ইতিমধ্যে এনসিটিবির অনুরোধে পাঠ্যপুস্তকের জন্য ৫০০ মেট্রিক টন বিশেষ ধরনের সবুজ কাগজ উৎপন্ন করেছে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে কাগজগুলো উত্তোলন করা না হলে মিলটি নভেম্বরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে মিল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এনসিটিবিকে পত্র লিখেছেন।

এনসিটিবির বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ হোসেন জানিয়েছেন, তারা এই জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই কাগজ উত্তোলন না করা প্রতিষ্ঠানগুলো ১০০ টন কাগজের পে-অর্ডার মিল বরাবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে এখনো দুই মাস সময় থাকায় এনসিটিবি মনে করছে বছরের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের বই নিয়ে কোনো সংকট দেখা দেবে না। এনসিটিবির অপর এক কর্মকর্তা মনে করেন মাধ্যমিক স্তরের বইয়ে যদি কোনো তথ্যগত পরিবর্তন থাকে তবে এখনই তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। তার মতে, বিশেষ বিশেষ প্রকাশক ও মুদ্রাকরের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পুরোনো ৮০ লাখ বইয়ের মজুদ বাতিল না করে বাজারে রেখে দিলে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবে।

প্রসঙ্গত, চলতি ১৯৯৯ সালের শিক্ষাবর্ষে এনসিটিবি তিনটি বই ছাড়া নতুন করে কোনো বই ছাপার দরপত্র আহ্বান করেনি। নতুন করে ছাপা পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপির এই তিনটি বই হচ্ছে নবম শ্রেণীর ইংরেজি, বাংলা সহপাঠ এবং বাংলা ব্যাকরণ। আগামী বছরে এ তিনটি বইয়েও অল্প কিছু সংশোধনী আসছে।